শেষ প্রার্থনা ও অনুরোধ

প্রথম থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায় ২৩-২৮ পদ

বেশ কয়েক মাস আগে আমরা থিষলনীকীর মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের লেখা প্রথম পত্র থেকে শিক্ষা শুরু করেছিলাম। আজ আমরা সেই পত্রের শেষাংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। পত্রের শেষে এসে, পৌল একদিকে যেমন সেই মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, অন্যদিকে, নিজেদের জন্য তাদেরকে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছে। পরিশেষে, তার অন্যান্য পত্রের অনুসরণে, পৌল থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে ও তাদের প্রতি আশিসবচন উচ্চারণ করে পত্রটি শেষ করেছে।

এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে, ১-৩ অধ্যায়ে পৌল যখন বিভিন্ন খ্রীস্টীয় মতবাদ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা লিখেছে, তখন ৪-৫ আধ্যায়ে ঐ সমস্ত খ্রীস্টীয় সত্যকে ভিত্তি করে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য বিভিন্ন উৎসাহদানকারী আদেশ বা উপদেশ দিয়েছে। ৪:১-৫:২২ পদে, পৌল তাদেরকে যে সমস্ত আদেশ বা উপদেশ দিয়েছে, তাদেরকে যদি সেই সমস্ত আদেশ পালন করতে হয়, একটি সত্য তাদের জানা প্রয়োজন। আর তা হল, ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া, তা তাদের পক্ষে কখনও পালন করা সম্ভব নয়। তাই, পৌল পত্রের শেষাংশে এসে, (ক) তাদের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণের জন্য পৌল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, (খ) শেষ অনুরোধ করেছে ও (গ) আশিসবচন উচ্চারণ করেছে।

ক) সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণের জন্য প্রার্থনা (২৩-২৪ পদ) : প্রার্থনার মাধ্যমে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের জীবন-যাপনে উৎসাহদান শেষ করেছে। আর এই প্রার্থনা পৌল এমনভাবে উৎসর্গ করেছে যে, তা স্পষ্টভাবে আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, এই সমস্ত আদেশ পালন করতে হলে ঈশ্বরের শক্তি একান্তভাবে প্রয়োজন। এই প্রার্থনার মাধ্যমে পৌল এই কথা বলতে চেয়েছে, *"আমি তোমাদের বাস্তব জীবন-যাপনে কয়েকটি আদেশ বা উপদেশ দিয়েছি, **কিন্তু** তোমরা তা কেবল ঈশ্বরের শক্তিতেই পালন করতে সক্ষম।"* বিশ্বাসীদের বিশুদ্ধ যৌন-জীবন যাপন (৪:১-৮), পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম প্রদর্শন (৪:৯-১০), পরিশ্রম সহকারে শিষ্টাচারের জীবন যাপন (৪:১১-১২), বিশ্বাসী মৃতদের আত্মীয়দের সান্ত্বনাদান (৪:১৩-১৮), খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকা (৫:১-১১), মণ্ডলীতে নেতাদের দায়িত্ব (৫:১২), মণ্ডলীতে সাধারণ বিশ্বাসীদের দায়িত্ব (৫:১৩), বিশেষ পরিস্থিতিতে যারা আছে, তাদের প্রতি দায়িত্ব (৫:১৪-১৫), সতত আনন্দ করা (১৬), অবিরত প্রার্থনা করা (১৭), সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ করা (১৮), পবিত্র আত্মার আগুনকে জ্বালিয়ে রাখা (১৯), ভাববাণী তথা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন (২০), ও সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করার (২১-২২) কাজ সম্পন্ন করতে হলে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। ঈশ্বরের শক্তিকে বাদ দিয়ে তা কখনও সম্ভব নয়।

২৩ পদে পৌল ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছে, ***"আর শান্তির ঈশ্বর নিজে তোমাদের সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের আত্মা, প্রাণ ও দেহ পূর্ণমানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের আগমনকালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক।"*** একমাত্র ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাস-জীবন যাপন করতে সক্ষম। তাই, পৌল সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, তিনি নিজে যেন সম্পূর্ণভাবে তাদের পবিত্র করেন। পৌল এখানে ঈশ্বরকে ***"শান্তির ঈশ্বর"*** নামে সম্মোধন করেছে, যার দ্বারা পৌল স্বীকার করেছে যে, প্রকৃত শান্তি কেবল তাঁর কাছ থেকে আসে এবং তাঁর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শান্তি।

পৌল এই পদে বিশ্বাসীদের পবিত্রীকরণের জন্য প্রার্থনা করেছে। এর আগে ৩:১৩ পদে পৌল বিশ্বাসীদের বলেছিল, ***"এইরূপে নিজের সমস্ত <u>পবিত্রদের</u> সঙ্গে আমাদের প্রভু যীশুর আগমনকালে যেন তিনি আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় <u>পবিত্রতায়</u> অনিন্দনীয়রূপে সুস্থির করেন।"*** আবার ৪:৩ পদে পৌল লিখেছে, ***"ফলতঃ***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের <u>পবিত্রতা</u> . . .।'' নতুন নিয়মের শিক্ষায় পবিত্রতার অর্থ হল **''ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত হওয়া।''** ঈশ্বরের উদ্দেশে জগৎ থেকে পৃথকীকৃত হওয়ার জন্য, একদিকে, বিশ্বাসীরা নিজেরা যেমন ঈশ্বরের বশীভূত হতে বাধ্য (৪:৪); অন্যদিকে, ঈশ্বরের শক্তিই তাদেরকে পবিত্রীকৃত করে। খ্রীস্টের ক্রুশের মাধ্যমে যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে, তাই-ই বিশ্বাসীদের পবিত্রতা পূর্ণ করে থাকে।

এখন, এই পবিত্রীকরণ কাজের দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল, বিশ্বাসী এই পৃথিবীর মাটিতে যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তার মধ্যে এই শুদ্ধিকরণ বা পবিত্রীকরণের কাজ চলে। অর্থাৎ, তা বিশ্বাসীর সারা জীবন ধরে বা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলে থাকে। দ্বিতীয়টি হল, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে এই পবিত্রীকরণ কাজ সম্পূর্ণ হবে। তাই, পৌল এখানে এই পদের দ্বিতীয় অংশে খ্রীস্টের আগমনকালকে নির্দেশ করেছে। তাই শান্তির ঈশ্বরের কাছে পৌলের প্রার্থনা হল, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা যখন শেষবিচার সাধিত হবে, যখন অবিশ্বাসীরা অনন্ত শাস্তি লাভ করবে; তখন বিশ্বাসীরা যেন অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হয়।

এইভাবে, শান্তির ঈশ্বর যখন বিশ্বাসীদের পবিত্র করেন ও শেষবিচারে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষা করেন, তখন তিনি বিশ্বাসীদের কোনও একটি মাত্র অংশের জন্য এই আশীর্বাদ করেন না, কিন্তু তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের জন্য করে থাকেন। এই বিষয়টিকে নির্দেশ করতে পৌল বিশ্বাসীর আত্মা, প্রাণ ও দেহকে নির্দেশ করেছে। এর দ্বারা পৌল মানুষের গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেনি; পরিবর্তে, এর দ্বারা পৌল বিশ্বাসীদের ক্ষমতার সমস্ত দিকের পবিত্রীকরণ, তথা ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত হওয়াকে নির্দেশ করেছে। বিশ্বাসী আমরা যে কেবল আমাদের আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্য চেষ্টা করব, তা নয়, আমাদের মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতার জন্যও আমরা একইভাবে চেষ্টা করব। থিষলনীকী শহরের গ্রিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে চিন্তা করে পৌলের এই কথার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করে থাকি। কারণ, গ্রিক দর্শনে আত্মার তুলনায় শরীরকে খুবই নিচু মানে চিন্তা করা হত (একে আত্মার কারাগার হিসাবে চিন্তা করা হত, যার থেকে আত্মার মুক্তি ছিল একান্ত কাম্য)। তাদের সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে পৌল বিশ্বাসীদের আত্মা, প্রাণ ও শরীর, তথা সম্পূর্ণ ব্যাক্তিত্ব বা অস্তিত্বের পবিত্রীকরণের কথা বলেছে।

পৌলের এই প্রার্থনা কেবল বিশ্বাসের ক্রন্দন নয়; কিন্তু সে নিশ্চিত যে তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে; কারণ, সে সেই ঈশ্বরে আস্থা রাখে, *''যিনি তাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই তা করিবেন''* (২৪ পদ)। এর আগের পদে পৌল যেমন তার সেই নিশ্চয়তার কথা বলেছে যে, ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাসীরা পৌলের আদেশ বা উপদেশ পালন করতে সক্ষম; এই পদে সেই কথাই পৌল বলেছে যে, ঈশ্বর তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবেন, কারণ তিনি বিশ্বস্ত। হ্যাঁ, বিশ্বাসী আমরা আমাদের পরীক্ষাসিদ্ধতা তথা পবিত্রীকরণের পূর্ণতার জন্য কোনও মানুষের উপর নয়, কিন্তু বিশ্বস্ত ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখব। যে ঈশ্বর তাদের নিজের রাজ্যে ও প্রতাপে আহ্বান করেছেন (২:১২), তিনিই তাদের সেই আহান অনুসারে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবেন। ফিলিপীয় ১:১৬ পদে পৌল লিখেছে, *''এতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কাজ শুরু করেছেন, তিনি যীশু খ্রীস্টের দিন পর্যন্ত তা সিদ্ধ করবেন।''* হ্যাঁ, যে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি আবার কার্যকারী ঈশ্বর। তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পূর্ণ করে থাকেন। গণনাপুস্তক ২৩:১৯ পদে বলা হয়েছে, *''ঈশ্বর মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন; তিনি মনুষ্য-সন্তান নন যে অনুশোচনা করবেন; তিনি বলে কি কাজ করবেন না? তিনি বলে কি সিদ্ধ করবেন না?''* তিনি বিশ্বস্ত হওয়ায় এবং তিনি নিজে আমাদের আহ্বান করায়, তিনি আমাদের আহ্বানকে পূর্ণ করবেন। যীশু তাই আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, *''আমি তাদেরকে অনন্ত জীবন দিই, তারা কখনও বিনষ্ট হবে না, এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না . . . কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না''* (যোহন ১০:২৮-২৯)।

খ) পৌলের শেষ অনুরোধ (২৫-২৭ পদ): আশিসবচন উচ্চারণ করার আগে পৌল ব্যক্তিগত অনুরোধ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্রটি শেষ করেছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এই পদগুলিতে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের কাছে ৩টি অনুরোধ করেছে।

(১) প্রার্থনার জন্য অনুরোধ (২৫ পদ): পৌল যে কেবল অন্যদের শিক্ষা, উপদেশ বা আদেশ দিয়ে গেছে, আর নিজে জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার ঊর্দ্ধে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থেকেছে, তা নয়। পৌলও আর পাঁচজন বিশ্বাসীর মতো তার বিশ্বাস জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অনেক সময় কী করতে হবে, বুঝে উঠতে পারেনি; অনেক সময় সে যা করেছে, তা ঠিক কি-না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি (২করিন্থিয় ৭:৮)। পৌল খুব ভালো করেই নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল (২করি ৪:৮; ১১:২৯; ১২:৯-১০; ফিলিপীয় ৩:১২-১৩)। তাই, সে জানত ও স্বীকার করত যে, ঈশ্বরই তার জীবনে একমাত্র আশা। তাই, বিভিন্ন সময় নিজের জন্য বিশ্বাসীদেরকে প্রার্থনা করতে পৌল বিশ্বাসীদের অনুরোধ করেছে (রোমীয় ১৫:৩০; ইফিষীয় ৬:১৯; কলসীয় ৪:৩; ২থিষ ৩:১)। বিশেষতঃ, পৌল যখন করিন্থ থেকে এই পত্র লিখছিল, তখন সে ও তার সঙ্গীরা বিভিন্ন সঙ্কট ও ক্লেশের মধ্যে থাকায় (৩:৭) তাদেরকে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে বলেছে, ***"ভ্রাতৃগণ, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।"*** তাদের পুনরায় 'ভাই' বলে সম্মোধন করে, পৌল সেই ভালোবাসার সম্পর্ককে নির্দেশ করেছে ও তাদের কাছে প্রার্থনা চেয়েছে। এই পদে প্রার্থনা করার জন্য গ্রিক ভাষায় বর্তমান কাল ব্যবহার করায়, এর অর্থ, পৌল তাদেরকে নিজের জন্য ক্রমশ বা ধারাবাহিকভাবে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছে। পালক হিসাবে পৌল যখন তার স্থাপিত মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে নিজের জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছে, তখন (১) পালকের নিরাপত্তার জন্য (২থিষ ৩:১-২); (২) পালকের জ্ঞানের জন্য (রোমীয় ১৫:৩১খ); (৩) পালকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে হয়, তার জন্য (রোমীয় ১:১০; ১৫:৩২); এবং (৪) পালক যেন যথার্থভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে, তার জন্য (ইফিষীয় ৬:১৯; কলসীয় ৪:৩) প্রার্থনা করতে বলেছে। আবার ইব্রীয় পত্রের লেখক সৎসংবেদ ও সদাচরণের জন্যও বিশ্বাসীদের কাছ থেকে প্রার্থনা চেয়েছে (ইব্রীয় ১৩:১৮)।

(২) শুভেচ্ছা গ্রহণের অনুরোধ (২৬ পদ): ২৬ পদে পৌল লিখেছে, ***"সকল ভ্রাতাকে পবিত্র চুম্বনে মঙ্গলবাদ কর।"*** পৌল তার প্রায় সমস্ত পত্র মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করেছে। কয়েকটি পত্রে পৌল বিশ্বাসীদের নাম ধরে ধরে শুভেচ্ছা জানালেও, এখানে এই পত্র মণ্ডলীর উদ্দেশে লিখিত হওয়ায়, ***"সকল ভ্রাতার"*** উদ্দেশে পৌল তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এখানে, ***'সকল ভ্রাতার'*** অর্থ সেই মণ্ডলীর কাউকেই যেন বাদ দেওয়া না হয়। আমরা এই পত্রে পৌলকে তাদের নির্দেশ করতে দেখেছি, যাদের মধ্যে বিশ্বাসে ত্রুটি ছিল (৩:১০), যারা অনিয়মিতরূপে চলত (৫:১৪; ৪:১১), যারা বিশ্বাসে দুর্বল ছিল (৫:১৪), কিন্তু পৌল তার মঙ্গলবাদে তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এখানে যে ***"পবিত্র চুম্বনের"*** কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ, পৌল তাদের প্রত্যেককে নিজের পক্ষ থেকে পবিত্র চুম্বন পাঠাচ্ছে (১করি ১৬:২৪)। পৌল যেহেতু এখন সশরীরে তাদের কাছে উপস্থিত হতে পারছে না, সেইহেতু এই পত্রের মাধ্যমে সে তাদের কাছে তার শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছে। রোমীয় ১৬:১৬; ১করি ১৬:২০; ২করি ১৩:১২ পদে পৌল মণ্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে একে অন্যকে পবিত্র চুম্বনে মঙ্গলবাদ করতে বলেছে। কিন্তু এখানে সেই অর্থে নয়, পরিবর্তে, এই পত্রের মাধ্যমে নিজের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পৌল শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। সেই সময় ঊর্দ্ধতন ব্যক্তির পায়ে, হাঁটুতে, বা হাতে চুম্বন; এবং বন্ধুদের মধ্যে গালে চুম্বন করার (ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা যেমন যীশুকে চুম্বন করেছিল) প্রথা বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তা ছিল বিশ্বাসীদের মধ্যে নির্ভেজাল ভালোবাসা ও স্নেহের প্রতীক। আমাদের সংস্কৃতিতে একে আমরা বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম বা দুই হাত জুড়ে নমস্কার বা করমর্দন করার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। পদ্ধতি যাই হোক-না-কেন, কিন্তু তার মধ্যে যেন নির্ভেজাল ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকে।

তাই, মণ্ডলীতে ঈশ্বর আরাধনার একটি বিশেষ অংশ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হল বিশ্বাসীদের মধ্যে সহভাগিতা, উপাসনায় পালক মহাশয় আশিসবচন উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করা নয়; এরপর সহবিশ্বাসীদের সহভাগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমাদের মণ্ডলীতে কেবল বাক্যালাপ বা শুভেচ্ছা বিনিময় নয়, আহার-সহভাগিতারও সুযোগ আছে। আসুন, আমরা আমাদের সহবিশ্বাসীকে জানি, তাদের সঙ্গে পরিচিত হই, একই খ্রীস্টীয় পরিবারের সদস্য হিসাবে একের আনন্দে আনন্দ করি, আবার অন্যের দুঃখে দুঃখ করি; পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি, সান্ত্বতা দিই, অনুপ্রেরণা দান করি, এবং প্রয়োজনে ভর্ৎসনা করি।

(৩) পত্র পাঠের অনুরোধ (২৭ পদ): ২৭ পদে পৌল লিখেছে, *"আমি তোমাদের প্রভুর দিব্য দিয়ে বলছি, সমস্ত ভ্রাতার কাছে যেন এই পত্র পাঠ করা হয়।"* এখানে *'পাঠ করার"* অর্থ "উচ্চৈস্বরে পাঠ করা।" যদিও থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যে কত জন লেখাপড়া জানত, তা আমরা সঠিকভাবে জানি না; তথাপি একথা চিন্তা করা ঠিক নয় যে, তাদের সকলেই নিজেরা পড়তে পারত। তাই, পৌলের পত্রের বিষয়বস্তু সকলে যাতে জানতে পারে, সেই উদ্দেশে পৌল এই পত্র উচ্চৈস্বরে পাঠ করতে অনুরোধ করেছে।

এখন, যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও বিশ্বাস-জীবনের অনুশীলন সম্বন্ধে এই পত্র যেহেতু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায় পূর্ণ, যা সমস্ত বিশ্বাসীর জানা প্রয়োজন, সেইহেতু, পৌল প্রভুর দিব্যর কথা বলে এই পত্র অবশ্য পাঠ করতে বিশ্বাসীদের অনুরোধ করেছে। আজকের দিনে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করার বিভিন্ন উপায় প্রভু আমাদের যুগিয়েছেন। বিভিন্ন মিশন সংস্থা অডিও বাইবেলের ব্যবস্থা করেছে (প্রক্লেমার); রেডিওতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে (ট্রান্স ওয়াল্ড রেডিও, বন্দনা, বিশ্ববাণী); মণ্ডলীতে পালক-প্রচারকের দ্বারা বাক্য-প্রচার হচ্ছে।

গ) বিশ্বাসীদের প্রতি আশিসবচন (২৮ পদ) : পৌল তার প্রতিটি পত্র বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কামনা করে শেষ করেছে। এই পত্রটিও কোনও ব্যতিক্রম নয়। ২৮ পদে পৌল লিখেছে, *"আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্তী হোক।"* এই প্রার্থনার পূর্ণ আকারটি আমরা পাই ২করিন্থিয় ১৩:১৪ পদে, যেখানে বলা হয়েছে, *"প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক।"* (অনেক পালক মহাশয় তাদের আশিসবচনের প্রার্থনায় **প্রথমে ঈশ্বরের প্রেম,** তারপরে যীশুর অনুগ্রহ ও শেষে পবিত্র আত্মার সহভাগিতার কথা বলে থাকেন; তা কিন্তু বাইবেলে মেনে নয়)। অন্যদিকে, কলসীয় ৪:১৮ পদে সবথেকে ছোট আকারে লেখা হয়েছে, *"অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্তী হোক।"* কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রেরিত পৌলের চিন্তার একটা বিরাট অংশ এই অনুগ্রহ অধিকার করেছিল। তাই, পৌল এই পত্রের শুরুতে (১:১) ও শেষে (৫:২৮) সেই অনুগ্রহ কামনা করেছে।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌলের লেখা এই পত্রটি যদিও আমরা প্রায় ২,০০০ বৎসর পরে পড়ছি, কিন্তু তা ঈশ্বরের বাক্য হওয়ায় প্রথম মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের ন্যায় আজও বিশ্বাসী আমাদের জীবনে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বা পুরানো বিশ্বাসী, আমরা কী বিশ্বাস করব এবং কেমনভাবে আমাদের জীবনে সেই বিশ্বাসের অনুশীলন করব, তা পৌল সুন্দরভাবে এই পত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। *আসুন, আমাদের বিশ্বাসের কাজে, প্রেমের পরিশ্রমে, প্রত্যাশার ধৈর্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাই; প্রতীমাদের ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাঁর সুসমাচার সকলের কাছে প্রচার করি; সমস্ত তাড়নার মধ্যেও বিশ্বাসে স্থির থাকি; খ্রীস্টের অনুকরণে পবিত্রতায় দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাই। কিন্তু এ সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের শক্তিতে, প্রভু যীশুর অনুগ্রহে সম্ভব। তাঁর উপর নির্ভর করি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি!*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com